66

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সাদা ও হলুদ প্যানেলের প্রচারণা শুরু থেকেই জমেছে

৪ জানুয়ারী রাজশাহী ভার্সিটির বিভিন্ন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন

কামরুজ্জামান কোরবান ঃ আগামী ৪ জানুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট, ডীন, শিক্ষা পরিষদ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে দু'টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সাদা প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা এবং আওয়ামী ও বামপন্থী শিক্ষকরা হলুদ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। শুরু থেকেই প্রচারণা জমে উঠেছে।

এবারের নির্বাচনে উভয়পক্ষই অনেকটা প্রেসটিজ ইস্যু হিসেবে নিয়েছে। সাদা প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা এটাকে অস্তিত্বের প্রশ্ন হিসেবে নিচ্ছে। অপরপক্ষে হলুদ প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা মর্যাদার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। প্রার্থী ও সমর্থকরা তাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছে। বিজয়ের ব্যাপারে উভয়পক্ষই আশাবাদী। সরকার বিরোধী সাদা দলের শিক্ষকরা বর্তমান সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের বক্তব্য নিয়ে ভোট প্রার্থনা করছে। শিক্ষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবীসমূহ বর্তমান প্রশাসন আমল দিচ্ছে না বলেও তারা অভিযোগ করছে। শিক্ষকদের চাকরি ৬৫ বছরকরণ, টেলিফোন, আবাসন প্রভৃতি সমস্যা দূর করতে বর্তমান প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করছে।

সরকার সমর্থক হলুদ দলের শিক্ষকরা বিরোধী পক্ষের দাবী খন্ডন করে বলেছেন, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাস দূর হয়েছে। উন্নয়ন হচ্ছে। এদিকে উন্নয়নের বক্তব্যকে সাদা প্যানেলের শিক্ষকরা বর্তমান ভিসি ও তার প্রশাসনের ফাঁকা বুলি হিসেবে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, প্রশাসন উন্নয়ন খাতে কোন বরাদ্দ আনতে ব্যর্থ হয়েছে। যে ২/১টি খাতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তার সবগুলোই বিগত প্রশাসনের সময় প্রস্তাব আকারে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছিল এবং সেখান থেকে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছিল। অনেক খাতের প্রস্তাবিত বরাদ্দ এখনো পাওয়া যায়নি। পাঁচসালা পরিকল্পনায় দুই বছরে মাত্র পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

পরস্পারবিরোধী এসব বক্তব্যকে সামনে রেখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আগামী ৪ জানুয়ারী তাদের রায় দেবেন। ইতোমধ্যে ১৮টি পদে ৩৬ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছে। প্রফেসর ডঃ মোখলেছুর রহমান ও প্রফেসর ডঃ আঃ কাদির ভুঁইয়ার নেতৃত্বে সাদা দলের সিন্ডিকেট প্রার্থীরা হচ্ছেন শের-ই বাংলা হলের প্রভোস্ট ডঃ এম শামসুল আলম সরকার (গণিত), সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আঃ কাদির ভুঁইয়া, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ দেলোয়ার হোসেন, মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সেলিম রেজা ও জেনেটিক্স বিভাগের প্রভাষক আবু রেজা তুহিন। ডীন পদে কলা অনুষদের প্রফেসর ডঃ মোখলেছুর রহমান, ইসলামের ইতিহাসে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে প্রফেসর ডঃ এটিএম ওবায়দুল্লাহ (লোকপ্রশাসন), বিজ্ঞান অনুষদে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর এম এ রাজ্জাক, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ এম জামান, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে মার্কেটিং বিভাগের ডঃ এম আমানুল্লাহ এবং আইন অনুষদে ডঃ রবিউল হোসেন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটিতে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল হারুন, শিক্ষা পরিষদে ডঃ কে বি এম মাহবুবুর রহমান (অর্থনীতি), মাহবুব হাসান (প্রাণিবিদ্যা), ছায়েদুর রহমান (পরিসংখ্যান), শাহ ইমরান (ফার্মেসী), শরীফুল ইসলাম (সমাজকর্ম) এবং জাহিদ হোসেন ফিনান্স।

বাংলা বিভাগের প্রফেসর চৌধুরী জুলফিকার মতিন, সমাজ কর্মবিভাগের প্রফেসর আঃ হালিম হলুদ প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ প্যানেলের প্রার্থীরা হচ্ছেন সিন্ডিকেটে সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট প্রফেসর আঃ হালিম, প্রফেসর চৌধুরী জুলফিকার মতিন, প্রাণরসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ হাবিবুর রহমান, প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ও মার্কেটিং বিভাগের প্রভাষক বোরাক আলী। ডীন কলা অনুষদে প্রফেসর সরোয়ার জাহান (বাংলা), সামাজিক বিজ্ঞানে ডঃ মহসীন আলী (অর্থনীতি), বিজ্ঞান অনুষদে প্রফেসর আনিসুর রহমান (ফলিত রসায়ন), জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদে প্রফেসর এ বি এম জহিরুল হক (মনোবিজ্ঞান) এবং আইন অনুষদে প্রফেসর হাবিবুর রহমান। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটিতে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের কাজী তোবারক হোসেন। শিক্ষা পরিষদে ডঃ চিত্ত রঞ্জন মিশ্র, মজিবর রহমান, আঃ রাজ্জাক, গোলাম ফারুক, এম এ বারী ও ছাদেকুল আরেফিন মতিন। নির্বাচনে মোট ৬৭৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।